বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-৫/২০১২

জনাব মোঃ আকতার হোসেন ফরিয়াদী
অফিসার ইনচার্জ
বন্দর থানা
নারায়ণগঞ্জ।

বনাম

জনাব স্বপন কুমার পোদ্দার প্রতিপক্ষ
সম্পাদক
দৈনিক অগ্রবাণী,
৫০/এফ, ইনার সার্কুলার রোড (৫ম তলা)
নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান।
২। জনাব আকরাম হোসেন খান সদস্য।

ফরিয়াদীর পক্ষে ঃ জনাব মোঃ মনজিরুল ইসলাম, এডভোকেট।
প্রতিপক্ষ ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
শুনানীর তারিখ ঃ ২৮/০৭/২০১৫, ২৪/০৮/২০১৫, ০৮/০৯/২০১৫ ও ১৬/০৯/২০১৫।
রায়ের তারিখ ঃ ০১/১০/২০১৫।

রায় ঃ

ফরিয়াদী মামলা রুজু করে নিবেদন করেন যে, "দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকার ১৬/০৭/২০১২, ১৭/০৭/২০১২, ১৮/০৭/২০১২ ও ১৯/০৭/২০১২ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত যথাক্রমে "চেয়ারম্যান ওসি আকতারকে নিয়মিত মাসোহারা দিচ্ছে", "ওসি আকতারের মদদে জমি দখলসহ নানা অপরাধে মেতে উঠেছে, জামায়াত নেতা জামাল ও চেয়ারম্যান সালাম", "বন্দর থানা ওসি হাতিয়ে নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা এবং "ওসি আকতারের কাছে জিম্মি মদনপুর তথা বন্দরের সাধারণ মানুষ" শিরোনামের মাধ্যমে কাল্পনিক/বানোয়াট সংবাদ প্রচার করে। নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে এবং পুলিশ বিভাগকে জনসমক্ষে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও মান সম্মান ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।" আরও নিবেদন করেন যে, গত ১৪/০৬/২০১২ইং তারিখ দিবাগত রাত্রে মাসুদ, পিতা-মৃত শাহজাহান, সাং-ফুলহর, থানা-বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জকে মুরাদপুরস্থ পারটেক্স রোডে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এই সংক্রান্তে বন্দর থানার মামলা নং-৩২, তারিখ-১৫/০৬/১২, ধারা-৩০২/৩৪ পিসি রুজু করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খুনের ঘটনায় সরাসরি জড়িত (১) আরিফ, (২) মাসুদ, (৩) শিশির, (৪) সোহেল' দের গ্রেফতার করা হয়, যাহা সকল জাতীয় পত্রিকাসহ স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধ্যে আসামী আরিফ, মাসুদ ও সোহেল বিজ্ঞ আদালতে কাঃবিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক নিজেদের জড়িত করে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি প্রদান করে। উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশের পূর্বে ফরিয়াদীর বক্তব্য নেওয়া হয়নি। প্রকাশিত সংবাদ তথ্য নির্ভর ছিল না, মামলার তদন্ত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মানসে কারো দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদ ফরিয়াদীকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ইহাতে জনসম্মুখে ফরিয়াদীকে এবং পুলিশ বিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ফরিয়াদী আরও নিবেদন করেন যে, প্রকাশিত সংবাদ তাহার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে, বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত অংশ সমূহ তাহাকে বিশেষভাবে আঘাত করেছে ঃ "চেয়ারম্যান ওসি আকতারকে নিয়মিত মাসোহারা দিচ্ছে", "ওসি আকতারের মদদে জমি দখলসহ নানা অপরাধে মেতে উঠেছে, জামায়াত নেতা জামাল ও চেয়ারম্যান সালাম", "বন্দর থানা ওসি হাতিয়ে নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা এবং "ওসি আকতারের কাছে জিম্মি মদনপুর তথা বন্দরের সাধারণ মানুষ"। এই আপত্তিজনক সংবাদগুলি ছাপানোর প্রেক্ষিতে দৈনিক অগ্রবাণী সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট ফরিয়াদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছে। সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ ভিতরের পাতায় দৃষ্টিগোচর না হওয়ার মতো করে ছেপেছেন, তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করে অত্র দরখাস্ত/মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ বিগত ৩০/০৮/২০১২ তারিখে জবাব দাখিল করে উল্লেখ করেন যে, মোঃ আকতার হোসেন, অফিসার ইনচার্জ, বন্দর থানা, নারায়ণগঞ্জ সম্পাদকের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে যে অভিযোগ দাখিল করেছে, তা মোটেও সত্য নয়। সাংবাদিকতার দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষ, পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে বরাবরের মতই অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের পাশে দাড়াঁয় এবং সাথে সাথে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে সকল সময়ে জনসাধারণের মাঝে উপস্থাপন করে থাকে। সেই ক্ষেত্রে ওসি মোঃ আক্তার হোসেনের কার্যকলাপ সম্পর্কে পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ প্রতিনিধি জানতে পেরেছে যে, ফরিয়াদী হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানষে মেধাবী ছাত্র মাসুদ খুনের মামলায় প্রকৃত আসামীদেরকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে, যাহা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক। শুধু যে দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকায় ঐ ওসির বিরুদ্ধে ফরিয়াদীর কৃতকর্মের সংবাদগুলো পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা নহে, একাধিক পত্রিকায় উক্ত সংবাদগুলো ফলাও ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন দৈনিক ভোরের পাতা, মুক্ত বাণী, ইয়াদ, রুদ্র বার্তা, সোজা সাপটা, খবর প্রতিদিন, যোদ্ধা, ভোরের আকাশ, শতকথা ও দৈনিক খবরের পাতা ইত্যাদি মোট ১০ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে উল্লেখিত স্থানীয় সব পত্রিকাগুলো মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করার কথা নয়। উক্ত ওসি তাহার বিরুদ্ধে আনিত একই অভিযোগ সৃজিত পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে কোন মামলা না দিয়ে কেবল দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। কেবলমাত্র অগ্রবাণী পত্রিকার দীর্ঘদিনের মান মর্যাদা ক্ষুন্ন করার জন্য উক্ত মামলাটি রুজু করেছে। এমতাবস্থায়, আনিত অভিযোগটি খারিজ করা আবশ্যক। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, গত ২৭শে জুলাই, ২০১২ইং বন্দর থানার অধীন নবীগঞ্জে দিবালোকে এক নিরীহ যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ওসি আকতার হোসেন বাদীকে এই হত্যার ঘটনায় আত্মহত্যার মামলা দিতে বলেন, পরিশেষে বাদী নিরুপায় হয়ে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মহামান্য আদালতের নির্দেশে ওসি পরবর্তীতে হত্যা মামলা গ্রহণ করেন। এই হল ফরিয়াদীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শুধু এই হত্যা মামলা নয় এমন আরও বহু মামলার ক্ষেত্রে ওসি নিরব দর্শকের ভুমিকা পালন করেছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া উক্ত ঘটনা পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফরিয়াদীর হেতু বিহীন মোকদ্দামাটি ন্যায় বিচারের স্বার্থে খারিজ করা আবশ্যক।

দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য খন্ডন করে বিগত ২৯/০৯/২০১২ইং তারিখে প্রতিউত্তর দাখিল করে নিবেদন করে যে, নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে এবং পুলিশ বিভাগকে জনসমক্ষে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও মান সম্মান ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

ফরিয়াদী আরও নিবেদন করে, বর্ণিত বিষয়ে গত ২৪/০৭/১২ তারিখ "দৈনিক অগ্রবাণী" পত্রিকাসহ স্থানীয় সকল পত্রিকায় প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয় যাহা গত ইং ২৫/০৭/২০১২ তারিখ অধিকাংশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকায় ২নং পাতায় নিচের দিকে ছোট আকারে প্রতিবাদটি ছাপা হয়, যা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হওয়ার মতো নয়, অথচ উক্ত পত্রিকায় উদ্দেশ্যমুলক ভাবে ফরিয়াদী এবং চেয়ারম্যান এম এ সালামের বিরুদ্ধে সিরিজ আকারে প্রথম পাতায় সংবাদটি ছাপিয়েছে। প্রতিবাদ লিপি ছাপানোর পরও দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকায় ইং ৩১/০৭/০২১২ তারিখ "লাশকে পুজি করে উৎকোচ বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে ওসি আকতার" শিরোনামে, ইং ০১/০৮/২০১২ তারিখ "বন্দর এখন খুনের রাজ্যে পরিণত হয়েছে, ওসি আকতারের অপসারণ চায় বন্দর এলাকাবাসী" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পক্ষান্তরে নারায়ণগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার মহোদয় একই দিন একই পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন যে, "আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক", ইং ০৪/০৮/২০১২ তারিখ "বন্দর উপজেলায় খুনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী" শিরোনামে এবং ইং ০৫/০৮/২০১২ তারিখ "বন্দরবাসীর প্রশ্ন ওসি আকতার ও চেয়ারম্যান এম এ সালামের খুটির জোর কোথায়" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। এই বিষয়ে ফরিয়াদী উল্লেখ করে যে, বন্দর থানায় যোগদানের পূর্বে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। যাহা জনসাধারণসহ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে এবং বহুবার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকায়ও বহুবার প্রশংসা করেছে। বন্দর থানা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় থানা এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সবসময়ই অন্যান্য থানার তুলনায় ভাল। মদনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম এ সালাম এর সাথে স্থানীয় একজন শিল্পপতির দীর্ঘদিন যাবত বিরোধ চলছে। এই সুযোগে মামলার ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করণসহ উক্ত চেয়ারম্যানকে ফাসানোর মানসে উক্ত শিল্পপতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিরিজ আকারে এহেন সংবাদ প্রকাশ করেছে, যাহা মদনপুর এলাকাবাসী সকলেই অবহিত। এই সংক্রান্তে উক্ত চেয়ারম্যান সাহেব বন্দর থানায় অভিযোগ করিলে বন্দর থানার জিডি নং-৭২৭, তারিখ-১৪/০৭/২০১২ইং লিপিবদ্ধ করেছে। আরো উল্লেখ করে যে, গত ইং ১৫/০৬/২০১২ তারিখ মাসুদ খুন হওয়ার পর ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে কিলিং মিশনে অংশগ্রহণকারী ০৪ জন খুনিকে গ্রেফতার করা হয়। তাহাদের মধ্যে ০৩ জনই বিজ্ঞ আদালতে কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে এবং খুনের মোটিভটিও অতিদ্রুত উদঘাটিত হয়। যাহা দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকাসহ ইং ১৯/০৬/২০১২ তারিখ অন্যান্য সকল পত্রিকায় ফলাও ভাবে প্রকাশিত হয়। সবকিছু জানা সত্ত্বেও দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকা উদ্দেশ্যমুলক ভাবে প্রভাবিত হইয়া সিরিজ আকারে ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে আসছিল। যাতে ফরিয়াদীর মান-সম্মান ক্ষুন্ন করা হয় এবং প্রকৃত আসামীকে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়।

ফরিয়াদীর পক্ষে জনাব মোঃ মনজিরুল ইসলাম, এডভোকেট বিচারিক কমিটির সম্মুখে হাজির হয়ে ফরিয়াদীর মূল দরখাস্ত, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর উপস্থাপন করেন। মূল দরখাস্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিজ্ঞ এডভোকেট বলেন যে, প্রতিবাদী তাঁর দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকার ১৬/০৭/২০১২, ১৭/০৭/২০১২, ১৮/০৭/২০১২ এবং ১৯/০৭/২০১২ তারিখের সংখ্যায় যথাক্রমে "চেয়ারম্যান ওসি আকতারকে নিয়মিত মাসোহারা দিচ্ছে", "ওসি আকতারের মদদে জমি দখলসহ নানা অপরাধে মেতে উঠেছে, জামায়াত নেতা জামাল ও চেয়ারম্যান সালাম", "বন্দর থানা ওসি হাতিয়ে নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা এবং "ওসি আকতারের কাছে জিম্মি মদনপুর তথা বন্দরের সাধারণ মানুষ" শিরোনামে সংবাদ এর মাধ্যমে অসত্য ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করে ফরিয়াদীকে এবং পুলিশ বিভাগকে জনসম্মুখে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও মান-সম্মান ক্ষুন্ন করেছে। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, সংবাদ প্রকাশের পূর্বে ফরিয়াদীর বক্তব্য নেওয়া হয়নি এবং প্রকাশিত সংবাদ তথ্য নির্ভর ছিল না এবং ১৪/০৬/২০১২ তারিখে সংগঠিত মাসুদ হত্যার তদন্ত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার কু মানষে কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উল্লেখিত তারিখে সংবাদ প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত সংবাদ ফরিয়াদীকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এবং জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, প্রকাশিত খবরের সংবাদসমূহ ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করে তাকে আঘাত করা হয়েছে। যেমন ঃ "চেয়ারম্যান ওসি আকতারকে নিয়মিত মাসোহারা দিচ্ছে", "ওসি আকতারের মদদে জমি দখলসহ নানা অপরাধে মেতে উঠেছে, জামায়াত নেতা জামাল ও চেয়ারম্যান সালাম", "বন্দর থানা ওসি হাতিয়ে নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা এবং "ওসি আকতারের কাছে জিম্মি মদনপুর তথা বন্দরের সাধারণ মানুষ"। ফরিয়াদী উপরোক্ত তারিখে আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়ের নিকট প্রতিবাদ পাঠিয়েছে কিন্তু সম্পাদক মহোদয় তাহার প্রতিবাদ ভিতরের পাতায় দৃষ্টিগোচর না হওয়ার মত করে ছেপেছেন, তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। তিনি যুক্তি তর্ক উপস্থাপনকালে আরও বলেন যে, প্রকাশিত সংবাদগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে সাংবাদিকতার ন্যূনতম নীতিনৈতিকতা মানা হয়নি, তাই এই ধরনের সংবাদ হলুদ সাংবাদিকতার অংশ মাত্র। তিনি আরও বলেন যে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার বক্তব্য নেয়ার কোন প্রয়োজনও মনে করেনি বরং অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই না করে সংবাদগুলো ছেপে দেয়া হয়েছে, এটাও কিন্তু ইয়োলো জার্নালিজম।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তার বক্তব্যের সমর্থনে বিজ্ঞ কৌশুলী *"বাংলাদেশে হলুদ সাংবাদিকতা, প্রকাশক বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট,"* বইয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা-১৭৮) "সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতা ওতপ্রোত জড়িত, গোলাম সারওয়ার, সম্পাদক, দৈনিক সমকাল" উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ ঃ

"১। আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদন্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোনো সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোনো সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়- এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি, এ ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোনো বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছেমতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।

আরেকটা ক্ষতিকর বিষয় হলো, ভুলতথ্য সংবলিত একটি সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেল, পরে নানা সূত্র থেকে খবর নিয়ে জানা গেল খবরটি ভুল বা বিকৃত বা আংশিক সত্য। যখন এই সংবাদের প্রতিবাদটি ছাপা হয় তখন দেখা যায়, পত্রিকার ভেতরের পাতায় ছোট করে ছাপা হয়। যা পাঠকের খুব একটা চোখেই পড়ে না। এটি সংবাদপত্রের একটি বিশেষ খারাপ দিক। দু'-একটি পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশই অভিযোগের খবরটি প্রথম পাতায় ছাপালেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদটি ছাপায় ছোট করে। এটি একটি মৌলিক বিষয়। যা খুবই উদ্বেগজনক। এভাবে ছাপানোর ফলে ক্ষতি যা হওয়ার তা আগেই হয়ে গেছে। অন্যদিকে অভিযুক্ত যিনি তার বক্তব্য পত্রিকার অনুল্লেখ্য জায়গায় ছাপালাম। আমার কাছে এই প্রবণতা খুবই উদ্বেগজনক মনে হয়।"

পরিশেষে, বিজ্ঞ এডভোকেট প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট এর ১২ ধারা মতে ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করেন।

জনাব স্বপন কুমার পোদ্দার, সম্পাদক, দৈনিক অগ্রবাণী, প্রতিপক্ষ নিজেই বিচারিক কমিটির সম্মুখে হাজির হয়ে তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর দাখিলি জবাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে, দৈনিক অগ্রবাণী পত্রিকাটি সবসময় সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশন করে থাকে। উল্লিখিত তারিখ গুলিতে যে খবর পরিবেশন করা হয়েছে তাও সঠিক ছিল যা নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাসুদ হত্যার খবর অন্যান্য পত্রিকায়ও পরিবেশন করা হয়েছে কিন্তু ফরিয়াদী অন্য কোন পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেনি বরং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কেবল মাত্র অগ্রবাণী পত্রিকার দীর্ঘদিনের মান মর্যাদা ক্ষুন্ন করার জন্য উক্ত মামলাটি রুজু করেছে। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদীর প্রতিবাদ লিপিটি ২৫/০৭/২০১২ ইংরেজী তারিখে কোন রকম কাটছাট না করে হুবুহু পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বড় আকারে ছাপানো হয়েছে। সুতরাং, ফরিয়াদীর অভিযোগ করার আর কোন হেতু থাকে না। যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে তিনি অবশ্য বলেন যে, সংবাদ প্রচারের পূর্বে খবর গুলির সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি, এ কারণে ফরিয়াদীর প্রতিবাদটি হুবুহু ছাপা হয়েছে। শুনানীকালে প্রতিপক্ষ সম্পাদক স্পষ্টত বলেছেন যে, ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার রীতিনীতি মেনে খবর প্রকাশ করবেন। পরিশেষে, হেতু বিহীন অভিযোগখানা খরচ সহ খারিজ করার আবেদন করেন।

উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনা হলো। ফরিয়াদী ১৬/০৭/২০১২, ১৭/০৭/২০১২, ১৮/০৭/২০১২ এবং ১৯/০৭/২০১২ ইংরেজী তারিখের পত্রিকাগুলি আর্জির সাথে সংযুক্ত করে দাখিল করেছে। যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে প্রতিপক্ষ আদালতের অনুমতিক্রমে ২৫/০৭/২০১২ ইংরেজী তারিখের পত্রিকাটি দাখিল করেন। ফরিয়াদীর সংযুক্তিকৃত পত্রিকাগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেক তারিখে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ফরিয়াদীর প্রসঙ্গে খবর তিন কলামে ছাপানো হয়েছে কিন্তু প্রতিবাদলিপি খানা ছাপানো হয়েছে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নিচের দিকে।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

উভয়পক্ষের দাখিলকৃত কাজগপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পক্ষগণের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় সংবাদ প্রচারের পূর্বে খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা হয়নি এবং ফরিয়াদীরও কোন বক্তব্য নেওয়া হয়নি। পত্রিকাটির সম্পাদক নিজেও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে তা স্বীকার করে নিয়েছেন। অভিযোগের খবরটি প্রথম পাতায় ছাপালেও ফরিয়াদীর প্রতিবাদটি ছাপানো হয়েছে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষের দিকে ছোট করে। এভাবে ছাপানোর ফলে ক্ষতি যা হওয়ার তা আগেই হয়ে গেছে। প্রচারিত খবর গুলি পরীক্ষা কালে প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানেনি। তবে এই প্রবণতা খুবই উদ্বেগজনক। ফরিয়াদী এবং পুলিশ বিভাগের প্রতি জনগনের সাধারণ ধারনা খারাপ কিন্তু তাই বলে খবর পরিবেশনের পূর্বে খবরের রীতিনীতি মানা হবে না তা কিন্তু নয়। একজন রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে প্রাপ্ত অভিযোগটাকে অসত্য ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তা হলে আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। আর সম্পাদক এর দায়িত্ব হলো খবরটি ছাপাবার পূর্বে রিপোর্টটি সম্পর্কে ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং সন্তোষজনক হলে তা জনসম্মুখে পরিবেশন করা, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব পালন করছে বলে প্রতিয়মান হয় না। এই যে ইচ্ছেমতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা-সেইটাই ইয়োলো জার্নালিজম। ফরিয়াদীর বিজ্ঞ এডভোকেট এবং উপস্থাপিত **"বাংলাদেশে হলুদ সাংবাদিকতা"** বইয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ খানা (পৃষ্ঠা-১৭৮) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উক্ত প্রবন্ধ খানার প্রথম অনুচ্ছেদ তার বক্তব্যের সমর্থন করে।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, পাল্টা উত্তর এবং পক্ষগণের বক্তব্য বিবেচনা করে মাননীয় সদস্যের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে পরপর ভিত্তিহীন প্রতিবেদনগুলি প্রথম পাতায় প্রকাশ করে সাংবাদিকতার সাধারণ নীতি লংঘন করেছেন যা প্রতিপক্ষের পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। প্রতিপক্ষ ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবে না মর্মে বিচারিক কমিটিকে আশ্বস্ত করায় কমিটি অগ্রবাণী পত্রিকার রিপোর্টার এবং সম্পাদককে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণ দিয়ে মামলাটি বিনা খরচায় নিস্পত্তি করা হলো।

রায় প্রকাশের ৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকা দৈনিক অগ্রবাণীতে রায়টি প্রথম পৃষ্ঠায় হুবুহু ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(আকরাম হোসেন খান)
সদস্য

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান